অ্যা ক শ ন ধ র্মী

ওয়েস্টার্ন উপন্যাস

ফ্র্যাংক শ্যানন সিরিজ

অস্থির সীমান্ত

উত্তপ্ত জনপদ

শওকত হোসেন

বেঙ্গলবুকস

অস্থির সীমান্ত

এক

পরিশ্রান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল এক নিঃসঙ্গ কাউহ্যান্ড, চ্যাপসে বাড়ি মেরে ধুলো ঝাড়ল টুপি থেকে। একমুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে কর্মব্যস্ত রাস্তার এ-মাথা ও-মাথায় চোখ বোলাল সে। বাকবোর্ড স্যাডলহর্স লোকজনে গিজগিজ করছে চারদিক। সকাল দশটা বেজেছে বেশিক্ষণ হয়নি; কিন্তু দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই ডজ সিটির এই হাল। প্রায় তিরিশ হাজার গরুর এক বিশাল পাল শহরের উপকণ্ঠে বিক্রির অপেক্ষায় রয়েছে; আরও আসছে।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকল নবাগত কাউহ্যান্ড, সোজা বারের দিকে এগোল। 'রাই,' বারটেন্ডারের উদ্দেশ্যে কথাটা বলে চট করে চারদিকে নজর বোলাল একবার।

রেস্তোরাঁ বলতে গেলে ফাঁকা, বারে মাত্র দুজন লোক; দশাসই চেহারার এক গরু-ক্রেতা আর একজন মাতাল ড্রামার—ক্রমাগত মদ গিলছে।

ছড়ানো ছিটানো টেবিলগুলোয় তাস খেলায় মগ্ন কয়েকজন।

ওর কণ্ঠস্বরের আওতার মধ্যেই আছে সবাই।

‘শুনলে বিশ্বাস করবে না,’ বলল কাউহ্যান্ড, ‘টেক্সাসের সব রেঞ্জ কাঁটাতারের বেড়ায় ঘিরে ফেলছে র‍্যাঞ্চাররা।’

‘অসম্ভব,’ গরু-ক্রেতার কণ্ঠে অবিশ্বাস। ‘এতদিন যেমন ছিল, সেভাবেই থাকা উচিত ওগুলো। তাছাড়া, ব্যাপারটা সহজে মেনে নেবে না কেউ।’

‘মানুক না মানুক’, বলল নবাগত কাউহ্যান্ড, ‘কাজ চলছে পুরোদমে।’ আরও একবার কামরার চারপাশে চোখ বোলাল সে, তারপর নিচু গলায় জানতে চাইল, ‘তোমরা কেউ শ্যাননকে দেখেছ?’

হঠাৎ নীরবতা নামল রেস্তোরাঁয়। অস্বস্তির সঙ্গে বারটেন্ডারের দিকে চাইল গরু-ক্রেতা; বারটেন্ডার এদিকে বার পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে কেটে গেল অনেকগুলো মুহূর্ত।

সবচেয়ে কাছের টেবিলে তাস খেলছিল এক গরু-ক্রেতা, হাতের তাসে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে গুছিয়ে ওগুলো টেবিলের ওপর রাখল। ‘না, সম্ভাবনাও নেই...তোমার বেলায়ও একই কথা। শ্যানন একা থাকতে ভালোবাসে, ওকে না ঘাঁটানোই উচিত।’

‘আমাকে ওর খোঁজেই পাঠানো হয়েছে,’ নাছোড়বান্দার মতো আবার বলল কাউহ্যান্ড। ‘দেখা না পেলে নড়ছি না।’

একটা লোক ওর পাশে এসে দাঁড়াল। বয়সে তরুণ, বিশালদেহী লোকটাকে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল ওর।

টেক্সাসের আরও অনেকের মতো একে আগেও দেখেছে ও। ওয়েস হারডিন। সাটন-টেইলর ফিউডে অংশ নিয়েছে, টেক্সাসে এই নাম তখন আতঙ্কের সৃষ্টি করত। বন্দুক আর বন্দুকবাজির আলোচনায় বিল হিকক, সাডেন, রয়্যাল বার্নস আর ইউস্টন ভাইদের সঙ্গে এর নামও উচ্চারণ করে লোকে।

'শ্যাননকে কেন খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল হারডিন।

'লাইভ ওক কান্ট্রিতে লড়াইয়ের আলামত দেখা যাচ্ছে,' বলল কাউহ্যান্ড, 'ভয়ংকর একটা যুদ্ধ বাঁধল বলে!'

'তাহলে শ্যাননের খোঁজ বাদ দাও,' পরামর্শ দিল গরু-ক্রেতা। 'স্বাধীনভাবে চলাই ওর পছন্দ। কারও জন্যে ভাড়া খাটে না। রেঞ্জ-ওঅরের জন্যে লোক ভাড়া করতে চাইলে বরং অন্য কারও খোঁজ করো।'

'সেজন্যে অবশ্য বেশি দূরে যেতে হবে না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল বারটেন্ডার। 'পঞ্চাশ-ষাটজন গানহ্যান্ড এখানেই পাবে।'

'ব্যাপারটা তা নয়,' জবাব দিল কাউহ্যান্ড। 'আমার বস্ শ্যাননের পুরোনো বন্ধু।'

'আমি শুনেছি শ্যানন নাকি কিং ফিশারের দলে যোগ দিয়েছে,' টেবিল থেকে বলে বসল এক জুয়াড়ি।

'বিশ্বাস করি না!' বলল গরু-ক্রেতা। 'ওসব খারাপ কাজে শ্যাননকে পাবে না। নিজেকে নিয়েই মেতে থাকে। আমি অবশ্য শুনেছি, অ্যাডোবে ওঅলসের ওদিকে বিলি ডিকসন আর ব্যাট ম্যাস্টারসনের সঙ্গে মোষ শিকার করে বেড়াচ্ছে ও।'

বার মোছা বাদ দিয়ে কাউহ্যান্ডের গ্লাসে মদ ঢেলে দিল

বারটেন্ডার। 'শ্যাননের পুরোনো বন্ধু তোমাকে পাঠিয়েছে বললে না? কী নাম তার? আমাদের বলে যাও। এখানকারই কেউ একজন হয়তো ছড়িয়ে দেবে খবরটা...শ্যাননকে পাওয়ার এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই।'

'ভ্যান ডেভিস,' গ্লাসে চুমুক দিল কাউহ্যান্ড, 'ভ্যান ডেভিস বিপদে পড়েছে, এটুকু বললেই হবে। বন্ধুদের সাহায্য করতে শ্যানন কখনও পিছু পা হয় না।'

'লোকে তাই বলে,' মন্তব্য করল গরু-ক্রেতা। 'ভ্যান ডেভিসের কথা আমি জানি।'

'আরে,' জবাব দিল হারডিন, 'ওই ঘটনার কথা কে না জানে! ওয়েবারদের তিন ভাইয়ের সঙ্গে একা লড়াই করছিল শ্যানন, তিনজনই মারা পড়ল ওর হাতে। তারপর ওদের আউটফিটের লোকেরা ধাওয়া করল শ্যাননকে...সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে আহত হলো ও...ভ্যান ডেভিসই তখন আশ্রয় দিয়েছিল ওকে। ফাঁসিতে ঝোলাতে শ্যাননকে ছিনিয়ে নিতে দলবেঁধে পরে আবার ডেভিসের ওপর হামলা চালায় ওরা।

'বিকট চেহারার একটা স্পেনসার ফিফটি সিক্স দেখিয়ে ওদের দূর হয়ে যেতে বলল ডেভিস। প্রাণের মায়া কার না আছে, বলো, ঝামেলা এড়াতে কেটে পড়ল সবাই। ডেভিসের মতো লোকের কথা ভোলা যায় না। শ্যাননকে সে চিনত না; অথচ, আধমরা অবস্থায় ও যখন তার সামনে হাজির হলো, আশ্রয় দিতে দ্বিধা করেনি—নিজের বিপদ হতে পারে, জানা সত্ত্বেও।'

'শুনলাম, রয়্যাল বার্নস নাকি শ্যাননকে খুঁজে বেড়াচ্ছে,' মন্তব্য করল জুয়াড়িদের একজন, 'জানো নিশ্চয়ই, ওয়েবারদের সৎভাই না কী যেন হয় সে।'

'ব্যাপারটা কেমন জমবে, ভাবো দেখি! রয়্যাল বার্নস আর শ্যানন—মুখোমুখি দাঁড়াবে পশ্চিমের সেরা দুই গানফাইটার!'

'দুজনের মধ্যে তফাত আছে,' বলল গরু-ক্রেতা, 'বার্নস সবসময় নিজেকে জাহির করে বেড়ায়, কিন্তু শ্যানন একদম অন্যরকম। নাম কেনার ইচ্ছে কোনোদিন ছিল না ওর, পরপর কয়েকটা গানফাইটে জিতে আপনাআপনি বিখ্যাত হয়ে গেছে।'

'লোকটা দেখতে কেমন?' জানতে চাইল একজন, 'কখনও সামনাসামনি দেখিনি।'

'নানা জনের নানা মত,' আবার কথা বলল গরু-ক্রেতা, 'কম পক্ষে দু'ডজন বর্ণনা শুনেছি আমি, একটার সঙ্গে আরেকটা মেলে না। লড়াই শুরু না হওয়া পর্যন্ত ওর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না, কিন্তু লড়াই শেষ হলেই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। পরে সবাই বুঝতে পারে লোকটা শ্যানন ছিল।

'তবে একটা ব্যাপারে প্রত্যেকেই একমত; লম্বা চওড়া মানুষ শ্যানন, অন্যের ব্যাপারে সাধারণত নাক গলায় না, চাপা স্বভাবের। শুনেছি, র‍্যাঞ্চের কাজে ওর জুড়ি নেই—বুনো ঘোড়া পোষ মানানো কি ল্যাসো ছোড়া, সবকিছুতেই ওস্তাদ।

'একসময় ফ্রেইটিংয়ের ব্যবসা করত; কিছুদিন স্টেজলাইনে শটগান গার্ডের কাজও করেছে। শোনা যায়, যুদ্ধে ইউনিয়নের ডেস্প্রিপ্যাচ-রাইডার ছিল সে। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াইয়ের

সময় সেনাবাহিনীর পক্ষে স্কাউটিং করেছে। আইরিশ রক্ত বইছে ওর শরীরে।'

'লাইভ ওক কান্ট্রিতে আইরিশদের একটা কলোনিই আছে,' মন্তব্য করল জুয়াড়ি, 'বোধ হয় আঠারোশো চল্লিশের দিকে এসেছিল ওরা।'

'ফ্রেঞ্চ, জার্মান আর সুইসরাও থাকে ওখানে,' বলল হারডিন। 'স্যান অ্যান্টন আর নিউ ব্রঁফেলস-এ বসতি করেছে।'

'এখানে খাবার কোথায় পাব, বলতে পারো?' জানতে চাইল কাউহ্যান্ড।

'কাছে পিঠে অনেক ক'টা রেস্তোরাঁ; তবে, গরুর মাংস আর ডিমে যদি চলে, এখানেই একটা টেবিল নিয়ে বসে যাও, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বসের জন্যে এমনিতেই নাশতা বানানো হচ্ছে,' বলে চলল বারটেন্ডার, 'একটু বেশি বানাতে বলে দেব, ব্যস।'

একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল কাউহ্যান্ড। এক কাপ কফি হাতে এগিয়ে এল বারটেন্ডার। 'খবর দেওয়া-নেওয়ার জন্যে এ রেস্তোরাঁর তুলনা হয় না,' নিচু কণ্ঠে বলল সে। 'আমি হলে, খেয়েদেয়ে আগে বসের সাথে আলাপ করতাম, তারপর কান খাড়া করে বসে থাকতাম এখানে। তোমার খবর রটিয়ে দিতে কোনো অসুবিধা হতো না।'

থামল না বারটেন্ডার। 'এখানে অবশ্য শ্যাননকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে, ভ্যান ডেভিস বিপদে পড়েছে শুনলে ঠিকই জায়গামতো গিয়ে হাজির হবে ও। আমার তো মনে হয় নিশ্চিন্তে বাড়ির দিকে রওনা হতে পারবে তুমি।'

‘ধন্যবাদ,’ কফিতে চুমুক দিয়ে চারদিকে চোখ বোলাল কাউহ্যান্ড। আস্তে আস্তে রেস্তোরাঁর লোকসংখ্যা বেড়ে উঠেছে, তাদের উচ্চকণ্ঠের কথোপকথনে গমগম করছে কামরা। কথাবার্তার টুকরো অংশ কানে আসছে। গবাদিপশুর ব্যবসা, মানুষজন, ট্রেইল-ড্রাইভ, ঘাস-পানির অবস্থা, দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি; নানান ব্যাপারে আলোচনা করছে ওরা। পরিচিত পরিবেশ, পশ্চিমের যেখানে যাও, ব্যতিক্রম নেই।

কয়েকজনকে চেনা চেনা লাগছে কাউহ্যান্ডের, হয়তো টেক্সাসে দেখেছে; কিংবা অ্যাবিলিন, নিউটন বা এলসওঅর্থে গরু নিয়ে যাওয়ার সময় পথে দেখা হয়েছে। এদের হাবভাব ওর জানা। চেহারা কিংবা গড়নে হয়তো মিল নেই; কিন্তু চরিত্রের ব্যাপারে সবাই একরকম : বিপদের মাঝে বসবাসকারী রুক্ষ-কঠিন একদল মানুষ—টেক্সাস থেকে হাজার মাইল বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে গরুর পাল নিয়ে এসেছে এখানে।

আলোচনায় শ্যাননের প্রসঙ্গও আছে। রহস্যময় মানুষটা ওদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু ভ্যান ডেভিস আর গরু-ক্রেতার কথা ঠিক হলে, রহস্য বা খ্যাতি কোনোটাই চায় না শ্যানন, কাজ করতে ভালোবাসে।

শ্যানন নাকি, বলল একজন, হিকক কিংবা হারডিনের চেয়েও ক্ষিপ্র, বেন টম্পসনের চেয়েও সাহসী। মিসৌরিতে একবার দুজন লোক কোণঠাসা করে ফেলেছিল ওকে, বলল আরেকজন, পিস্তল বের করার আগেই শ্যাননের গুলিতে মারা গেছে ওরা।

এসব গল্পের বেশিরভাগই অতিরঞ্জিত, বুঝতে বেগ পেতে হয় না। অন্য কোনো গানফাইটারের ঘটনাই হয়তো শ্যাননের নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

'ওই কাঁটাতারের বেড়া,' বলল অন্য একজন, 'টেক্সাসে টিকবে না। যেমন ছিল, চিরদিন তেমনি খোলামেলা থাকবে টেক্সাস। ওখানকার তৃণভূমিতে এককালে মোষ চরত, এখন গরু চরে বেড়ায়—জায়গাটা খোদা ওদের জন্যেই বানিয়েছেন। ওখানে বেড়া দেওয়ার অধিকার কারও নেই।'

'কী জানি,' সন্দিহান কণ্ঠে বলল আরেকজন। 'নিজের গরু আর মাঠ দশজন থেকে আলাদা রাখতে সবাই চায়। কিন্তু এ কথাও ঠিক বেড়া তুলে এক জায়গায় গরু আটকে রাখতে গেলে দুদিনেই ওরা সব ঘাস সাবাড় করে দেবে। এককালে মোষ চরত ওখানে, কখনও পরপর দুদিন এক জায়গায় থাকত না; ঘাস খেতে খেতে ক্রমে উত্তর থেকে দক্ষিণে এগিয়ে যেত। রেঞ্জে যারা বেড়া দিতে চাইছে, তাদের মনের ভাব বুঝি, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এর বিপক্ষে।'

'রেঞ্জে ওঅরের ব্যাপারটা কী?'

'আরে, সে তো সবার জানা! ইউস্টনরা তো বটেই, ওদের মতো আরও ডজনখানেক গানম্যান যোগ দিয়েছে বিরোধে। ওদের ঠেকাবে, সাধ্য কার?'

'রেঞ্জাররা কী করছে?'

'কিওয়া, কোমাঞ্চি আর সীমান্তের ওপারের আউট-লদের উৎপাত সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে। তাছাড়া, দু'পক্ষেই ওদের

কারও না কারও বন্ধু আছে।'

'কৃষকদের কথা ভুলে যাচ্ছ তোমরা। পুব থেকে এখানে যারা বসতি করতে আসছে, গরু-মোষের কিছুই জানে না, জানতে চায়ও না। চাষাবাদের জমি বেড়া দিয়ে ঘিরবেই ওরা, গরু-বাছুরের উৎপাত বন্ধ করার জন্যে প্রয়োজন হলে লড়াই করবে। সীমাহীন চারণভূমির দিন বোধ হয় ফুরিয়ে এল!'

'ট্রেইল ড্রাইভে গেছ কোনোদিন!' বিদ্রুপ ঝরল একজন কাউহ্যান্ডের কণ্ঠে। 'দেশটা গরু-মোষের, চাষাবাদ এখানে চলবে না, ওখানকার মাটিতে লাঙল চালালে, গরুর খুরের ঘায়ে হাওয়ায় উড়ে সোজা মেক্সিকোয় চলে যাবে সব মাটি।'

খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা গাল চুলকাল কাউহ্যান্ড। হাতে সময় থাকলে দাড়ি কামিয়ে, গোসলের পর খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে ধীরেসুস্থে টেক্সাসের দিকে রওনা দেওয়া যেত।

অবশ্য কয়েক বছর আগের মতো এবার একা যেতে হবে না, পথে অসংখ্য ট্রেইল-হার্ডের দেখা মিলবে। ওদের চাক ওয়্যাগনে খাবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

চওড়া কাঁধঅলা বিশাল শরীরের এক লোক এসে গলায় রুমাল গুঁজতে গুঁজতে ওর সামনের চেয়ারে বসে পড়ল, মাথার চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে তার। 'তুমিই তো টেক্সাস থেকে এসেছ? আমি জন কার্টার,' নিজের বুকে টোকা দিল সে। 'এই রেস্তোরাঁর মালিক।' তারপর আবার বলল, 'ফ্রেডরিকসবার্গের লোক।'

'ফ্র্যাংক শ্যাননকে খুঁজছি আমি,' বলল কাউহ্যান্ড।

'ভালো লোক। তুমি ভ্যান ডেভিসের রাইডার, না? কয়েক বছর আগে একবার ভ্যান ডেভিসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল... লম্বা, সোনালি চুল?'

'মোটেই না,' জবাব দিল কাউহ্যান্ড, 'ভ্যান ডেভিস ছোটখাট মানুষ, ওর মাথার চুল কালো, নাকটা একটু ভাঙা। আইরিশ, জার্মান, ইংরেজ এই তিন জাতের রক্ত বইছে শরীরে, দুর্দান্ত ক্যাটলম্যান।'

'তাহলে ঠিক আছে,' একমত হলো জন কার্টার। 'আসলে হঠাৎ এক ভবঘুরে এসে শ্যাননের খোঁজ করল, অমনি তাকে বিশ্বাস করে ফেললাম, তা তো হতে পারে না। ওর শত্রুর অভাব নেই...'

'আমি জানতাম ওদের বেশিরভাগই আর দুনিয়ায় নেই,' বলল কাউহ্যান্ড।

'সত্যি বলতে কি, নিজেদের যারা বিরাট কিছু প্রমাণ করতে চেয়েছে, তারাই মারা পড়েছে। না ঘাঁটালে শ্যানন মাটির মানুষ, সেজন্যেই ওকে পছন্দ করি। যেচে কখনও ঝামেলা বাঁধায় না ও—অন্যরাই ওকে সামনে বাড়তে বাধ্য করে। যেহেতু বন্দুকের সাহায্যে সবরকম বিরোধের ফয়সালা হয় এদেশে, তাই বিখ্যাত হয়ে গেছে ও। গানফাইটে শ্যানন সেরা, সন্দেহ নেই। দু-দু'বার ওকে অ্যাকশনে দেখেছি। এত দ্রুত কেউ নিশানা ভেদ করতে পারে, না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না!

'এই মুহূর্তে ও কোথায় আছে জানি না। তবে খবর পৌঁছুতে

কোনো অসুবিধা হবে না। হপ্তা ঘোরার আগেই হয়তো ভ্যান ডেভিসের বিপদের কথা জেনে যাবে ও। শ্যাননকে যতটা জানি, নির্দ্বিধায় বলা যায়, খবর পেলে আর দেরি করবে না, সাথে সাথে রওনা দেবে।

'সম্ভবত একাই যাবে। কিশম ট্রেইল কিংবা অন্যান্য পরিচিত ট্রেইল এড়িয়ে পছন্দসই রাস্তা বেছে নেবে ও।'

'পানি?'

'পাবে। কয়োটি পানির অভাবে মরতে পারে, কিন্তু পানির খোঁজ পেতে শ্যাননের কোনো অসুবিধা হয় না। ভূতের মতো কোনো ট্র্যাক না রেখে চলাফেরা করে ও। সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে একবার এক ইন্ডিয়ান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল ওকে, কথাটা আমি তার কাছেই শুনেছি।'

'সে এলেই হলো। আমি কাউহ্যান্ড, সিক্স-শ্যুটার তেমন চালাতে জানি না। অথচ বিরাট এক শত্রুর মোকাবিলা করতে হচ্ছে আমাদের। তবে ওকে জানানোর ব্যবস্থা করো, যাতে সাবধানে থাকে, নতুন লোক দেখলেই শত্রু ভেবে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে ওরা। বহাল তবিয়তে র‍্যাঞ্চে ফিরতে পারব কি না কে জানে!'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল কার্টার। 'কিছু লাগলে, বারটেন্ডার আছে, বললেই ব্যবস্থা করে দেবে।'

একমুহূর্ত চুপ করে রইল কার্টার, তারপর আরও এক পর্দা গলা নামিয়ে বলল, 'শোনো। আমি হলে এখন বিশ্রাম-টিশ্রামের কথা মনেই আনতাম না। প্রাণ নিয়ে যদি টেক্সাসে ফিরতে চাও,

এক ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ো।'

'কী? মাথা খারাপ? সবে এলাম, তাছাড়া বস্ বলেছে—'

'তোমার বসের কথায় কিচ্ছু আসে যায় না। সে তো আর ডজে নেই। টেক্সাসে বসে এখানকার অবস্থা কী বুঝবে? এতক্ষণে শহরের প্রতিটি লোক জেনে গেছে, টেক্সাস থেকে এক রাইডার শ্যাননের খোঁজে এখানে এসেছে। ওয়েব স্টীলের তিনজন রাইডারও আছে এদের মধ্যে, গানম্যান ভাড়া করতে এসেছে।

'শোনো, বাইরে দরজার কাছে একটা ঘোড়া আছে, কালো, এইচ-আর ব্র্যান্ডের—দুর্দান্ত। তোমার জিন, লাগাম, রাইফেল ওটার পিঠে চাপানো হয়ে গেছে। মাথায় বুদ্ধি থাকলে যত তাড়াতাড়ি পারো ওতে চেপে শহর ছেড়ে চলে যাও। উত্তরে কয়েক মাইল এগোলে জেক ব্রেসলিনের দেখা পাবে, এইচ-আর ব্র্যান্ডের গরুর পাল নিয়ে এদিকে আসছে সে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে থাকবে। সন্ধ্যার পর পুবে রওনা দেবে, তিন-চার মাইল এগোনোর পর টেক্সাসের উদ্দেশে দক্ষিণে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ো। পথে অন্য কারও গরুর পাল পড়লে এড়িয়ে যাবে।

'একবারও থামবে না। এইচ-আর ব্র্যান্ডের আরও একটা গরুর পাল এদিকে আসছে, দিন তিনেক এগোলে ওদের সঙ্গে দেখা হবে। ওদের কাছ থেকে ঘোড়া পাল্টে আবার বেরিয়ে পড়ো।'

বিরক্তির চোখে খাবারের দিকে তাকাল ক্ষুধার্ত কাউহ্যান্ড। 'ধ্যাৎ!' বলল সে। 'আমি আরও ভাবছিলাম—'

'প্রাণে বাঁচলে ফুর্তি করার অনেক সুযোগ পাবে।'

একটু থামল কার্টার। 'এই মুহূর্তে লিভারি-স্ট্যাবলে তোমার ঘোড়া পাহারা দিচ্ছে স্টীলের এক রাইডার। তুমি এখানে ঢোকার পরপরই ঘোড়াটা ওখানে রেখে এসেছিলাম আমি। ওদের অন্তত একজন দক্ষিণ-ট্রেইলের দিকে চোখ রাখবে আর অন্যজন শহরেই তোমাকে শেষ করার চেষ্টা করবে।'

'আশ্চর্য, এসবের কিছুই আমি টের পাইনি,' বিড়বিড় করে বলল কাউহ্যান্ড। 'ওরা এখানে এসে হাজির হবে কে জানত!'

'অথচ এসেছে,' শান্তকণ্ঠে বলল কার্টার। 'এর মধ্যে দুজন কলোরাডো গানম্যানকে ভাড়াও করে ফেলেছে। সবাই বলছে, চার্লস লর্ড, ভ্যান ডেভিসসহ আরও অনেককে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায় ওয়েব স্টীল। ম্যাকো ক্রীক থেকে কয়েকজন ভয়ংকর গান-স্লিংগার জোগাড় করে রেখেছে—লড়াইয়ের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি সে।'

'আর এক কাপ কফি খাওয়াও, কেটে পড়ি আমি,' বলল কাউহ্যান্ড। কঠিন মানুষ সে, স্বাস্থ্যবান, রোদে পোড়া তামাটে চেহারা—বিপদ চিনতে কখনও ভুল হয় না। কার্টার পরিস্থিতির আসল রূপ তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামের সব ইচ্ছা উবে গেছে।

মনে মনে টেক্সাস থেকে আসার পথে যেসব গরুর পাল চোখে পড়েছে সেগুলোর কথা ভাবল। ফিরতি পথে কার কার সঙ্গে দেখা হলে বিপদ হতে পারে? ভ্যান ডেভিসের মতো ওরও বন্ধু-বান্ধব আছে পথে; কিন্তু স্টীল কিংবা লর্ডেরও বন্ধুর

অভাব নেই। ওই বড় আউটফিট দুটোর কাছে ভ্যান ডেভিস নস্যি!

ও খুব ভালো করে জানে, ভ্যান ডেভিসের র‍্যাঞ্চ দখল করার তালে আছে স্টীল আর লর্ড। মূলত এটাই আসন্ন রেঞ্জ-ওঅরের অন্যতম প্রধান কারণ।

রিও গ্র্যান্ড আর রেড বিভারের মাঝখানের বিস্তীর্ণ এলাকার সবচেয়ে সুন্দর র‍্যাঞ্চটা ভ্যান ডেভিসের...স্থানীয় র‍্যাঞ্চাররা অন্তত তা-ই বলে।

কফি শেষ করে হাতের পিঠে মুখ মুছল কাউহ্যান্ড, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

'সাবধান,' ওকে সতর্ক করে দিল কার্টার।

দুই

বটাল্লা, টেক্সাসের নতুন গড়ে ওঠা এক শহর। এখনও অনেক জায়গা খালি পড়ে আছে—এইসব ফাঁকা জায়গা দখল করে রেখেছে বিরাট বিরাট কাঁটাতারের রীল, চকচকে নতুন; বেড়া তৈরির অপেক্ষা—ঠেকানোর উপায় নেই, সময় ফুরিয়ে গেছে।

জোর গুজব : শিগ্‌গিরই রেলরোড আসছে টেক্সাসে, তাগড়া গরুর চাহিদা হু-হু করে বেড়ে উঠবে। গুজবটা সত্যি হলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আর ক্যান্সাসে যেতে হবে না কাউকে, গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে ওখানকার রেলরোড। টেক্সাস থেকেই তখন ইচ্ছেমাফিক গরু চালান করা যাবে।

এখানেই ঘাস খেয়ে বেড়ে উঠবে সব গরু-বাছুর, সুতরাং ভালো পানি আর ঘাসঅলা রেঞ্জ যাদের হাতে থাকবে তারা বাড়তি চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনায়াসে সম্পদশালী হয়ে উঠবে।

সহসা নিজ নিজ রেঞ্জের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এখন র‍্যাঞ্চাররা, আশপাশের রেঞ্জগুলোও বাদ যাচ্ছে না।

ট্রেইল হাউসের স্যালুন। বারের ওপর প্রচণ্ড এক কিল বসাল র‍্যাঞ্চার ওয়েব স্টীলের বিশাল মুষ্টি। 'বেড়া আমি দেবই!' যথারীতি বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠল সে, 'যেমন উঁচু তেমনি দুর্ভেদ্য! কেউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হবে তাকে!'

'লস্ট ক্রীক ভ্যালি কার সীমানায় যাবে?' ঘাড়ে দুটো মাথা থাকলেই কেবল এরকম প্রশ্ন করতে পারে কেউ। 'তোমার, নাকি চার্লস লর্ডের?'

'আমার!' কামরার চারধারে নজর বোলাল ওয়েব স্টীল, যেন আশা করছে প্রতিবাদ শোনা যাবে। 'দরকার হলে উইনচেস্টার হাতে আমার রাইডাররা টহল দেবে সীমানা বরাবর!'

গুঞ্জনে ভরে উঠল চারদিক। এ ধরনের কথা যুদ্ধ ঘোষণার

শামিল। নসেস থেকে রিও গ্র্যান্ডের সবাই জানে : অনর্থক লড়াইয়ের কথা বলে না ওয়েব স্টীল। আবার চার্লস লর্ড যে কারও কাছে হার স্বীকার করার বান্দা নয়, এটাও অজানা নেই কারও।

ঠান্ডা মাথায় এখানে কেউ খামোখা লড়াইয়ের কথা মুখে আনে না। এখানকার বাসিন্দারা কঠিন মানুষ, সীমান্তের ওপারে আইনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পালিয়ে যাওয়া বোম্বেটেদের সঙ্গে—যাদের অনেকেই অ্যাংলো—রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অভ্যস্ত। এখানে লোক দেখানোর জন্যে কেউ কোমরে পিস্তল ঝোলায় না। যারা ঝোলাত, অনেকদিন আগেই তাদের কবরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আজকাল তেমন কেউ এলে যথাসময়ে সাবধান করে দেওয়া হয়, অন্য কোথাও চলে যায় তারা।

মিশকালো কেশর, লেজ এবং তিন পায়ের গোড়ালিতে কালো ছোপঅলা একটা হলদে বাকস্কিন রাস্তা ধরে ট্রেইল হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গি। ট্রেইল হাউসের সামনে পৌঁছে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল সওয়ারী, স্যাডল থেকে নামল। আলোকিত জানালাগুলোর দিকে তাকাল একবার; তারপর হিচ-রেইলে ঘোড়া বেঁধে পেটির বাঁধন ঢিল করে দিল।

একমুহূর্তের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চোখ বোলাল আগন্তুক। টেনে ওপরে তুলল গানবেল্ট, দুটো পিস্তল ঝুলছে দু'পাশে।